দৈনিক বাংলা

006

তারিখ ... 12 MAY 1985 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

পাঠ্যপুস্তক সংকটের অন্তরালে

স্বাধীনতার পর থেকেই বোর্ডের পাঠ্যবই নিয়ে একটা তেলেসমাতী কারবার চলে আসছে। বোর্ডের বই এখন একটি দুর্লভ বস্তুতে পরিণত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিনামূল্যে বিতরণের বই সময় মতো স্কুলে না পৌঁছিলেও কালোবাজারে ঠিকই পৌঁছে যায়। এপ্রিল মাস গত হতে চললেও এখন পর্যন্ত [illegible]র অধিকাংশ স্কুলেই বিনামূল্যের বই পৌঁছায়নি। অন্যান্য শ্রেণীর সব বইও এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। খোদ রাজধানীতেই যখন এই অবস্থা তখন দেশের প্রত্যান্ত অঞ্চলের হাল সহজেই অনুমেয়। শিক্ষাবর্ষের অর্ধেক চলে যাওয়া সত্ত্বেও বই না পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচেছ; অভিভাবকগণ হচেছন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থেই বিষয়টি উচ্চপর্যায়ে আলোচিত হওয়া উচিত।

পাকিস্তানী আমলে বোর্ডের বই ৭/৮ বৎসরেও একবার পরিবর্তন করা হতো না। ফলে এক বই দিয়ে কয়েক বৎসর পড়াশোনা করা যেতো। এবং বইয়েরও কোন সংকট ছিল না। কিন্তু, এখন দেখা যায়, প্রতি বৎসরই সকল শ্রেণীর বইয়েরই সামান্য দুই-এক পাতা রদবদল করে নতুন বই প্রকাশ করা হচেছ। এবং পুরাতন বই বাতিল হয়ে যাচেছ। নতুন বই বাজারে আসতে বৎসরের অর্ধেক সময় গড়িয়ে যায়। তাছাড়া চাহিদানুযায়ীও বই ছাপানো হয় না। আমাদের মতে গরীব দেশে প্রতি বৎসর বই পাল্টানো কি যুক্তিযুক্ত? সামান্য পরিবর্তন করে নতুন বই প্রকাশ করার রহস্য কি? এক বই ৮/১০ বৎসর চালু রাখতে অসুবিধা কোথায়?

বলা বাহুল্য সামান্য পরিবর্তন করে নতুন বই ছাপানোর পিছনে বোর্ডের এক শ্রেণীর সুযোগসন্ধানী কর্মকর্তা এবং কিছুসংখ্যক পুস্তক প্রকাশক জড়িত। প্রতি বৎসর নতুন বই প্রকাশিত হলে প্রকাশকরা টেন্ডার পাবে আর কর্মকর্তাদের পকেটে কিছু কমিশন আসবে। তাই প্রতি বৎসর পাঠ্যবই নিয়ে চলে এই তোগলকী কারবার। শিক্ষা নিয়ে স্বার্থান্বেষী মহলের এ ছিনিমিনি খেলা অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার।

একই বই দীর্ঘদিন চালু রাখলে এবং প্রতি বৎসর তা পুনর্মুদ্রণ করলে পাঠ্য পুস্তকের সংকটের কোন কারণ থাকতে পারে না।

অতএব, বর্তমানে চালু সকল শ্রেণীর সব বই আগামী দশ বৎসরের পূর্বে কোনরূপ পরিবর্তন ও পরিমার্জন না করে চালু রাখার কড়া নির্দেশ প্রদানের জন্য সংশিলষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—সুনাগরিক,
মিরপুর-১১, ঢাকা।